দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 OCT 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

7

অনুদান নিয়ে জালিয়াতি

ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার নামে সরকারি অনুদান গ্রহণের বহু ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সহযোগী একটি দৈনিকের খবর অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ জালিয়াতির ঘটনাগুলো খুঁজে বের করার জন্য সম্প্রতি এক উদ্যোগ নিয়েছে। দেশের সব জেলা প্রশাসকের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে নিজ নিজ এলাকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সত্যিকার তথ্যাদি চেয়ে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্যগুলো মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

একেবারে ভুয়া এবং অনুদান পাওয়ার শর্তগুলো যথাযথভাবে পূরণ করে না– এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে সরকারি অনুদান বরাদ্দ হওয়ার ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। এরশাদ সরকারের আমলে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনার কথা জানা গিয়েছিল। বিএনপি সরকারের আমলে বিশেষত মন্ত্রী ও সরকার দলীয় সাংসদদের এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বহু অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে টাকা ছাড় করে নিয়ে যাবার ঘটনা কম ঘটেনি। সরকার পতনের পর তার কিছু নমুনা প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। তদন্তের দাবি উঠেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই। ভুয়া ও অনুদান পাওয়ার অযোগ্য স্কুল–কলেজ–মাদ্রাসা খুঁজে বের করার যে উদ্যোগ সরকার নিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। তবে এবংবিধ তদন্তেও যে নানারকম দুর্নীতি হয় তা মনে রাখা প্রয়োজন। নিরপেক্ষ তদন্ত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা নিয়ে জালিয়াতি করা ব্যক্তিরা যদি শাস্তি পায় তো জাতি আশ্বস্ত হবে।

এ ধরনের জালিয়াতি সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অজ্ঞাতে হচ্ছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এ কাজে ধরাধরি ও ঘুসঘাসের ব্যাপারটা একরকম ওপেন সিক্রেট। উভয় পক্ষ মিলেমিশে সরকারি অনুদানের টাকা আত্মসাৎ করছে। এ ঘটনার উল্টো পিঠও রয়েছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, ভুয়ারা অনুদান পেয়ে গেলেও অনেক প্রকৃত স্কুল–কলেজ ও মাদ্রাসা প্রাপ্য অনুদানের অর্থ পাবার আশায় দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছে। অনুদানের অভাবে অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না। এ ধরনের অভিযোগ জানিয়ে বহু চিঠি এবং প্রতিবেদন পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। সুতরাং ভুয়া কাগজপত্রধারীদের পাশাপাশি অনুদান পাওয়ার ব্যাপারে তাদের যারা 'সহায়তা' করেছে, তাদেরও চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়া প্রয়োজন।

কিছুদিন আগে অনুমোদনহীন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ধরা পড়েছেন। তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু ছাত্র ভর্তি করে টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ উঠেছে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে না তুলে 'বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ' বসিয়ে পয়সা বানানোর প্রবণতাও লক্ষণীয়। অসচেতন ও বিভ্রান্ত একশ্রেণীর মানুষের পকেট কাটার এ ধারা সরকার বন্ধ করতে পারছেন না। পারছেন না স্বীয় দান–অনুদানের টাকাগুলো যথাযথ জায়গায় পৌঁছে দিতে। কৃষকের দেয়া ব্যাংক ঋণ টাউটদের হাতে চলে যাওয়া থেকে শুরু করে মসজিদ উন্নয়ন, মৎস্য চাষ, গো–সম্পদ ইত্যাদি প্রকল্পের টাকা অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাওয়াটা স্বাভাবিক ঘটনায় দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারের জন্য দেয়া সরকারি অনুদান নিয়ে জালিয়াতিটা একই পর্যায়ে পড়ে। একশ্রেণীর সরকারি কর্মচারীর 'সহায়তা'র পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতা–কর্মীদের প্রভাবও এ ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। সরকার সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে দলীয় মনোভাবের উর্ধ্বে ওঠার প্রয়াস নিয়েছেন। ভুয়া প্রতিষ্ঠানে অনুদান চলে যাওয়ার ব্যাপারেও একই মনোভাব গ্রহণ কঠিন কিছু হওয়ার কারণ নেই। আমরা চাই সরকারি অনুদানের টাকা বার ভূতে না খেয়ে সম্ভাবনাময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পাক। শিক্ষা খাতে সরকারি অর্থ ব্যয় কাজে লাগুক।

গ্রহণ করা হইতেছে বেতনের সরকারী অংশ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, অল্পসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাওতাবাজির জন্য বদনাম হইতেছে সকলের। তাই বিষয়টি তলাইয়া দেখার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। দায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।